স্বাধীনতার ঘোষণা বিতর্ক

অনাবশ্যক কুতর্ক

অনিরুদ্ধ ইসলাম

বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সাবেক রাষ্ট্রপতি ও মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার মেজর বীর উত্তমকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে পাকাপোক্তভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য জোট সরকার এক অভিনব পদ্ধতি নিয়েছে। এজন্য স্বাধীনতার দলিলকেও উল্টে দিতে দ্বিধা করেনি। ক্ষমতায় এসেই জোট সরকার মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় নামে একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করে। সেই মন্ত্রণালয় থেকে মুক্তিযুদ্ধের দলিল সংশোধন ও পুনঃমুদ্রণ করার উদ্যোগ নেয়া হয়। ঐ কমিটি কর্তৃক সংশোধিত ও পুনঃমুদ্রিত স্বাধীনতা যুদ্ধের পনেরো খন্ডের দলিল পুনঃপ্রকাশ করা হয়েছে। ঐ গ্রন্থসিরিজের ৩য় খন্ডে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রসঙ্গে পূর্ব সন্নিবেশিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ২৫ মার্চ রাতের স্বাধীনতা ঘোষণাটি বাদ দিয়ে জিয়াউর রহমানের (তৎকালীন মেজর জিয়া) ২৭ মার্চের ঘোষণা সন্নিবেশিত করা হয়। আর ঐ ঘোষণাটি যে আসলে ২৫ তারিখেই করা হয়েছিল তা প্রমাণ করার জন্য ঐ ঘোষণার পাদটিকায় বলা হয়েছে, তিনি ২৫ তারিখ মধ্যরাতে অর্থাৎ ২৬ মার্চ রাত ২.১৫ মিনিটে ঐ ঘোষণা দিয়েছিলেন। স্বাধীনতার দলিলে ঐ নতুন সংযোজনে জিয়াউর রহমানের যে ঘোষণা প্রকাশ করা হয় তাকে জোট সরকারের শরিক ইসলামপন্থি দলগুলোর কাছে যাতে গ্রহণযোগ্য করা হয় সে কারণে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম' দিয়ে শুরু করা হয়। স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে জিয়াউর রহমানকে দালিলিকভাবে প্রতিষ্ঠা করার এই বিষয়টি এতই হাস্যকর এবং নির্লজ্জ বেহায়াপনা যে, স্বাধীনতার দলিল সংশোধন করার জন্য গঠিত প্রত্যয়ন কমিটির অন্যতম অধ্যাপক ইমাজউদ্দীন তা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিতে চেয়েছেন। দলিলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণা বাদ দিয়ে জিয়াউর রহমানের ঘোষণা সংযোজন করার বিষয়টির পক্ষে যুক্তি দিলেও ২৫ মার্চ রাতে ঐ ঘোষণা দেয়া হয়েছে বলে ৩য় খন্ডের ১ম পৃষ্ঠায় পাদটিকায় যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেটা তাদের নয় বলে তিনি দাবি করেছেন।

উল্লেখ্য, জিয়াউর রহমানের শাসনামলে কবি হাসান হাবিবুর রহমানকে আহ্বায়ক করে স্বাধীনতা যুদ্ধে দলিলপত্র সংকলন করে দলিল আকারে প্রকাশ করার জন্য একটি প্রকল্প গৃহীত হয়। ঐ প্রকল্পের আওতায় দীর্ঘ গবেষণা ও বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রত্যয়ন করার পর 'স্বাধীনতার যুদ্ধ : দলিলপত্র' নামে পনেরো খন্ডের একটি সিরিজ প্রকাশ করা হয়। এই সিরিজের ৩য় খন্ডে স্বাধীনতার ঘোষণা সংক্রান্ত বিষয়ে রাখা হয় ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ মধ্যরাতে প্রেরিত ইপিআর ম্যাসেজে বঙ্গবন্ধু এই স্বাবধীনতার ঘোষণা দেন। ইংরেজিতে প্রেরিত এই ঘোষণায় বলা হয় 'দিস মে বি মাই লাস্ট ম্যাসেজ। ফ্রম টু ডে বাংলাদেশ ইজ ইনডিপেন্ডেন্ট। আই কল আপন দি পিপল অব বাংলাদেশ হোয়ার এভার ইউ মাইট বি অ্যান্ড উইথ হোয়াটএভার ইউ হ্যাভ টু রোজস্ট দি আর্মি অব অকুপেশন টু দ্য লাস্ট। ইওর ফাইট মাস্ট গো অন আনটিল দি লাস্ট সোলজার অব দি পাকিস্তান অকুপেশন আর্মি ইজ এক্সপেন্ড ফ্রম দি সায়েন্স অব বাংলাদেশ অ্যান্ড দি ফাইনাল ভিক্টরি ইজ এচিভ্ড।' বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রেরিত ইপিআর ম্যাসেজ নিয়ে বিভিন্নজনের বিভিন্ন মত রয়েছে। কিন্তু প্রত্যয়ন কমিটি কর্তৃক যথাযথ প্রামাণ্য তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের পরই এই ঘোষণাটি 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র' গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়।

হাসান হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বাধীন ঐ প্রকল্পে যারা কাজ করেছিলেন তাদের একজন সাংবাদিক ও গবেষক আফসান চৌধুরী বলেছেন, বিভিন্ন সূত্র ও সরকারি দলিলপত্রাদি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই ঘোষণাটি ঐ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয়। জিয়াউর রহমান জীবিত থাকা অবস্থায় ১৯৮০ সালে ঐ তথ্যকে সঠিক হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নতুন সংস্করণের জন্য গঠিত কমিটি এই তথ্যের কোনো প্রমাণ না পাওয়ায় তাকে বাদ দিয়েছে বলে জানিয়েছে।

এদিকে নতুন করে সন্নিবেশিত জিয়াউর রহমানের ঘোষণা সম্পর্কে পাদটিকায় বলা হয়েছে, '২৬ মার্চ ১৯৭১ রাত ২টা ১৫ মিনিটে (২৫ মার্চ মধ্যরাতে) তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং মেজর জিয়া অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফসার লে. কর্নেল জানজুয়াকে গ্রেপ্তার করেন। এরপর তিনি অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ব্যাটালিয়ন অফিসার, জেসিও এবং জোয়ানদের একত্রিত করে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাকে তা জানানো হয়।' কিন্তু পাদটিকায় সন্নিবেশিত এই মন্তব্য কে বা কারা এবং কিভাবে প্রত্যয়ন করেছে সেটা অবশ্য বলা হয়নি।

২৫ মার্চ মধ্যরাতে জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদানের তথ্য এতই আকস্মিক যে, জিয়াউর রহমানের ঘোর সমর্থকও এতে চমকে গেছে। কারণ জিয়াউর রহমানের জীবদ্দশায় অথবা তার মৃত্যুর পরও এতদিনে একথা বলা হয়নি। এ কথা ঠিক যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরুতে ২৭ মার্চ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে কয়েক দফায় ঘোষণা প্রদান করেন

২৫ মার্চ মধ্যরাতে জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদানের তথ্য এতই আকস্মিক যে, জিয়াউর রহমানের ঘোর সমর্থকও এতে চমকে গেছে। কারণ জিয়াউর রহমানের জীবদ্দশায় অথবা তার মৃত্যুর পরও এতদিনে একথা বলা হয়নি। এ কথা ঠিক যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরুতে ২৭ মার্চ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে কয়েক দফায় ঘোষণা প্রদান করেন। এ ধরনের প্রথম ঘোষণায় তিনি নিজেকে বাংলাদেশের প্রভিশনাল প্রেসিডেন্ট ও লিবারেশন আর্মি চিফ হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। পরপরই তিনি তার ঐ ঘোষণার পরিবর্তন করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। জিয়াউর রহমান নিজেই তা স্বীকার করেছিলেন। তাছাড়া জিয়াউর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর কর্নেল অলি আহম্মদ তার বিভিন্ন লেখায় এ কথা বলেছেন। কিন্তু কেউ কোথাও বলেননি

যে ২৫ মার্চের মধ্যরাতে তিনি উদ্ধৃত ঐ ঘোষণা দিয়েছিলেন। তাছাড়া স্বাধীনতার দলিলের নতুন সংস্করণে এই বিষয়টা মেনে নিলে ১০ এপ্রিল ১৯৭১-এর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি যা বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের আগ পর্যন্ত বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান হিসেবে কার্যকর ছিল তাও নস্যাৎ হয়ে যায়। বাংলাদেশের সংবিধানে পরিশিষ্ট হিসেবে সন্নিবেশিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, 'বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন এবং বাংলাদেশের মর্যাদা ও অখন্ডতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

এখন জোট সরকারের মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত ঐ দলিলপত্র গ্রন্থের বক্তব্য মেনে নিলে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র কেবল নয়, বাংলাদেশের সংবিধানকেই অস্বীকার করতে হয়।

এদিকে স্বাধীনতার দলিলে সন্নিবেশিত জিয়াউর রহমানের ঘোষণা 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম' দিয়ে শুরু করার বিষয়টিও সবাইকে আশ্চর্য করেছে। কারণ এ যাবৎ বিভিন্ন সময় জিয়াউর রহমানের এই ঘোষণাটিতে এভাবে 'বিসমিল্লাহ' ছিল বলে কেউ কখনও জানে না। ইতিহাসের দলিলে এভাবে তথ্য বিকৃতি কেবল অগ্রহণযোগ্যই নয়, রীতিমত অন্যায়।

সব মিলিয়ে এটা মনে করার কারণ রয়েছে যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল এভাবে পরিবর্তন করে কেবল শেখ মুজিবকে বাদ দেয়ার ব্যবস্থাই করা হলো না, জিয়াউর রহমানকে মুসলিম বাংলার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে হাজির করা হলো, যাতে ঐ সূত্র ধরেই বর্তমানে মডারেট মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের যে পরিচিতি তাকেই যুক্তিযুক্ত করা যাবে।

বিতর্কটা তাই এখন কেবল শেখ মুজিব বা জিয়াউর রহমান যে স্বাধীনতার ঘোষক সেটা নয়, এই সংযোজন করা হয়েছে কি হয়নি, সেটাও নয়। বিষয়টা সম্পূর্ণই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ন্যায়ানুগতার প্রশ্নেই। আসলে স্বাধীনতার দলিলে পরিবর্তন সাধন করে সেই প্রশ্নকেই আরেকবার সামনে আনা হয়েছে।

এদিকে স্বাধীনতার দলিল প্রকাশ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট করেছে হাক্কানী পাবলিশার্স। তারা তথ্য মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে গ্রন্থস্বত্ব কিনে ঐ পনেরো খন্ডের মুনঃমুদ্রণ করে তা বাজারজাত করেছিল। এখন মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ঐ দলিলের নতুন সংস্করণ প্রকাশ করায় আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বলে মামলায় তারা দাবি করেছেন।

প্রসঙ্গ : ইতিহাস বিকৃতি

শামসুর রাহমান : এখন যারা ক্ষমতায় তাদের আমি বিশ্বাস করি না। বঙ্গবন্ধুই স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে যা চলছে, এটা তো অন্যায়। আমাদের দেশে যা এখন চলছে তার অনেকটাই ধোঁয়াটে। স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে বিতর্কের কিছু নেই। একদম গোড়া থেকে দেখলেই স্বাধীনতার ঘোষক কে সেটা বোঝা যায়।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : স্বাধীনতার ঘোষক কে এটা নিয়ে বিতর্ক করা অপ্রয়োজনীয়। সময়ের অপচয়। স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে এখন যে বিতর্ক চলছে সেটা রাজনৈতিকভাবে করা হচ্ছে। ঐতিহাসিক কোনো কিছু নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে না। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি বিষয়টি যে যার দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছে। পুরো জাতিকে অহেতুক বিতর্কের মাঝে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। যদিও আমার মনে হয় জাতি এই বিতর্কের সঙ্গে নেই। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস বদলের ঘটনা আমাদের এখানে ঘটছে। কিন্তু মূল ব্যাপার হলো, ২৫ মার্চের ঘটনার পর থেকে পুরো জাতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাকিস্তানিদের প্রতিরোধ করেছে। আমরা স্বাধীন জাতি ঐতিহাসিকভাবে এটাই স্বীকৃত সত্য এখন, স্বাধীনতা শুধু একটি ঘোষণার ব্যাপার নয়। রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় সেই '৫২ সাল থেকে জাতীয়াতবাদী আন্দোলন চলেছে। যার ধারাবাহিকতায় আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। যে বিতর্ক চলছে এটা জাতীয় ইস্যু নয়। তা হতে পারে না। এটা দলীয় ইস্যু। সুতরাং এই বিতর্কের কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

মনিরুজ্জামান মিয়া : পরিস্থিতি এখন যতটা উত্তপ্ত, এ বিষয়ে আমি এখন কোনো কথা বলতে চাই না।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ : স্বাধীনতার ঘোষক কে এটা বলা বড় কঠিন আমার জন্য। এই বিষয়ে যা চলছে সেটা পুরো গ্রাম্য রাজনীতি। এই বিতর্ক নিয়ে কথা বলতে কোনো প্রবৃত্তি হয় না আমার। ২৭ মার্চ সকালে আমি জিয়াউর রহমানের ভাষণ শুনেছি। তার আগে জিয়াউর রহমানের কোনো কথা শুনিনি।

অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদ : এ বিষয়ে আমি কোনো কথা বলবো না।

অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী : আমার বক্তব্য হলো, জিয়াউর রহমান ২৫ মার্চ দুপুর ২টায় স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন কোন অধিকার বা কিসের ভিত্তিতে। তিনি সামরিক অফিসার ছিলেন। বড়জোর বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারেন। জনগণের স্বীকৃত নেতাই একমাত্র স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে পারেন। ১৯৭১-এর মার্চ থেকে তার কথায় দেশ চলেছে। ৭ই মার্চের ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান তো ৭৫ শতাংশ ঘোষণা দিয়েছিলেন। ২৫ মার্চ মধ্যরাতে শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা লিমিটেড চ্যানেলে গিয়েছে। আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্ট ৩০ বছরের যে দলিল প্রকাশ করেছে সেখানে শেখ মুজিবকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। আসলে নতুন করে এই বিতর্ক উত্থাপন করে জাতিকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। স্বাধীনতার মূল্যবোধকে ধ্বংস করার জন্যই এই বিতর্ক বর্তমান সরকার উত্থাপন করেছে।

শ্যামলি নাসরিন চৌধুরী : স্বাধীনতার ঘোষক কে এটা নিয়ে বিতর্ক করার অপেক্ষা রাখে না। এখন যা হচ্ছে সেটা নির্জলা মিথ্যাচার। ২৫ মার্চে জিয়ার কোনো ঘোষণা শুনিনি। ২৭ মার্চ জিয়াউর রহমানে ভাষণ শুনেছি, প্রথমে তারা বলেছে, জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন ২৬ মার্চ, এখন বলছে ২৫ মার্চ। এই মিথ্যাচার মেনে নেয়া মানে আমাদের স্বাধীনতা, সর্বোভৌমত্ব মিথা বলে স্বীকার করে নেয়া। আজ যারা ইতিহাস বিকৃত করছে, তারাই একদিন ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ হবে।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম বঙ্গবন্ধুর দেয়া স্বাধীনতার ঘোষণা সম্বলিত ইপিআর মেসেজ প্রত্যয়ন কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত না করায় কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন।

সাইফুল হাসান